দৈনিক
জনকণ্ঠ

25 MAY 2003
পৃষ্ঠা ২২ কলাম ৪

# সেশনজট চবির ১৬ হাজার ছাত্রছাত্রী বিপাকে

আবদুল মালেক, *চবি থেকে*

সেশনজটে আটকা পড়ে ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা হয়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ষোলো হাজার ছাত্রছাত্রীর। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৪টি ডিপার্টমেন্টের মধ্যে দুই বছর থেকে চার বছরের জট চলছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স ও মাস্টার্সের ৪/৫ বছরের শিক্ষাজীবন শেষ করতে ছাত্রছাত্রীদের চলে যাচ্ছে ৮/১০ বছর। ফলে বহু ছাত্রছাত্রীর চাকরি লাভের বয়সসীমা ছাত্রজীবনেই শেষ হয়ে যাচ্ছে।

সেশনজটের জন্য এতদিন দায়ী করা হতো সন্ত্রাস-সহিংসতাকে। বর্তমানে দায়ী করা হচ্ছে শিক্ষক-কর্মকর্তাদের দায়িত্বহীনতাকে। নিয়মিত ক্লাস-পরীক্ষা ও ফল প্রকাশ না হওয়ায় জট সমস্যা ক্রমশ প্রকট আকার ধারণ করছে। ফলে উচ্চতর শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যত জীবন অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। ১৯৬৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয়টির সূচনার পর প্রায় বিশ বছর বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া শিক্ষার অগ্রগতি মোটামুটি সন্তোষজনক ছিল। নব্বই দশকের শুরু থেকে ক্যাম্পাস দখলের লড়াই ও রক্তারক্তির প্রভাবে একবিংশ শতাব্দীতে এসে দেখা গেল, দেশের এই দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে সেশনজট চার বছর। কলা ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদের বিভিন্ন বিষয়ে জট সবচেয়ে বেশি। এর পর বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও আইন অনুষদের স্থান। বর্তমানে সেশনজটের মাত্রা সর্বোচ্চ চার বছর থেকে সর্বনিম্ন দুই বছর। ফলে প্রতিটি শ্রেণীতে রয়েছে ছাত্রছাত্রীদের দুই থেকে তিনটি করে ব্যাচ। সবচেয়ে বেশি জটের শিকার হচ্ছে প্রথমবর্ষ অনার্স এবং মাস্টার্সের ছাত্রছাত্রীরা। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দফতর সূত্রে জানা গেছে, ৩৩টি ডিপার্টমেন্টের মধ্যে ২২টি ডিপার্টমেন্টের ১৯৯৯ সালের মাস্টার্স পরীক্ষা বা তার ফলাফল এখনও ঘোষণা করা হয়নি। ১৯৯৯ সালের অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা বা ফলাফল হয়নি ৩টি বিভাগে। অনুরূপ ২০০০ সালের ১ম বর্ষ ও ২য় বর্ষ অনার্সের পরীক্ষা বা ফল প্রকাশ হচ্ছে না অন্তত ১৫ থেকে ২২টি বিভাগে। বিভাগওয়ারি হিসাবে ইংরেজী বিভাগে সেশনজট সবচেয়ে বেশি। উক্ত বিভাগে ১৯৯৮ সালের মাস্টার্সের ফল এখনও প্রকাশিত হয়নি। একই বিভাগের অনার্স শ্রেণীগুলোতেও চলছে অনুরূপ জট। ইংরেজীর পর রয়েছে বাংলা বিভাগের জট। সেখানে মাত্র ১৯৯৯ সালের মাস্টার্স পরীক্ষা চলছে। সেশনজটের দুঃসহ যন্ত্রণায় ধৈর্যচ্যুত ছাত্রছাত্রীরা গত মাসে বাংলা ইংরেজীসহ বিভিন্ন বিভাগে ভাংচুর চালায়। কিন্তু তাতে তেমন ফল হচ্ছে না। বর্তমান প্রশাসন দায়িত্ব নেয়ার পর বলা হয়েছিল দ্রুতগতিতে সেশনজট নিরসন করা হবে। এ ব্যাপারে গত বছর ৯ মার্চ ভিসি অধ্যাপক নুরুদ্দীন চৌধুরীর সভাপতিত্বে বিভাগীয় প্রধান ও ডিনদের যৌথসভায় শিক্ষা কার্যক্রম মনিটরিং, একাডেমিক ক্যালেন্ডার (শিক্ষাপঞ্জি) চালু, নির্দিষ্ট সময়ে ক্লাস ও সিলেবাস শেষ এবং দ্রুতগতিতে পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু এ পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্তই কার্যকর হয়নি বলে জানা যায়।

## শিক্ষাজীবন শেষ করতে লাগছে আট দশ বছর ॥ শিক্ষক কর্মচারীদের দায়িত্বহীনতা

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানানো হয়, চবির ছয় শতাধিক শিক্ষকের মধ্যে শতাধিক শিক্ষক দেশের বাইরে এবং আরও শতাধিক শিক্ষক বিভিন্ন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত। অবশিষ্টদের অধিকাংশই রাজনীতি, এনজিও, কনসালট্যান্সি ও ব্যবসাবাণিজ্যে লিপ্ত। তার মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে ভার্সিটির শিক্ষার ওপর। নিয়মমতো একজন অধ্যাপকের সপ্তাহে অন্তত ১০টি ক্লাস নেয়ার কথা। কিন্তু অধিকাংশ অধ্যাপক সপ্তাহে একটি ক্লাসও নেন না বলে অভিযোগ রয়েছে। তাঁদের সঙ্গে তরুণরাও গা ভাসিয়ে দিয়েছেন। এসবের কোন জবাবদিহিতাও নেই। এর ফলে শিক্ষার্থীরা প্রকৃত জ্ঞানের নাগাল পাচ্ছে না, তাদের মন-মগজ গ্রাস করেছে নোট কালচার।

এদিকে ফল প্রকাশে অহেতুক বিলম্ব চবিতে নিয়মে পরিণত হয়েছে। দ্রুত পরীক্ষার ফল প্রকাশের লক্ষ্যে ইতোপূর্বে পরীক্ষা ও ফল প্রকাশের কর্তৃত্ব স্ব স্ব বিভাগের ওপর ন্যস্ত হয়েছে। সম্প্রতি বহিপরীক্ষক নিয়োগের নিয়মও রহিত করা হয়েছে। কিন্তু তাতে অগ্রগতি তেমন নেই। প্রসঙ্গক্রমে সমাজতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. গাজী সালাহ উদ্দিন জানান, ২০০০ সালের ফল প্রকাশিত না হওয়ায় তাঁর বিভাগে ২০০১ সালের পরীক্ষা নেয়া যাচ্ছে না। প্রতিটি বিভাগেই চলছে এই সমস্যা।

'বিলম্বের জন্য কোন কোন শিক্ষক দায়ী করলেন প্রেসকে। তাঁদের অভিযোগ- প্রেস থেকে ট্যাবুলেশন শীট ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সময়মতো সরবরাহ হয় না। এ অভিযোগ খণ্ডন করেন ভারপ্রাপ্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোফাখখাইরুল ইসলাম খান ও ম্যানেজার (প্রেস) ইউসুফ আলি। তাঁরা জানান, ট্যাবুলেশন শীটের অর্ডার আসে বিলম্বে। ফলে বিলম্ব হওয়া স্বাভাবিক।

সেশনজট নিরসনের জন্য সাবেক ভিসি অধ্যাপক আবদুল মান্নানের আমলে শিক্ষা ও পরীক্ষা অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছিল। উক্ত অধ্যাদেশ অনুসারে প্রতিটি শিক্ষাবর্ষের ক্লাস শুরু, সিলেবাস সমাপ্তি এবং পরীক্ষা অনুষ্ঠান ও ফল প্রকাশের তারিখ সংবলিত একাডেমিক ক্যালেন্ডার (শিক্ষাপঞ্জি) থাকার কথা। সে অনুসারে প্রতি ১ জুলাই সেশন শুরু হবে। প্রত্যেক বর্ষের কোর্স সমাপ্তির এক মাসের মধ্যে পরীক্ষা শুরু এবং পরীক্ষা সমাপ্তির ২ মাসের মধ্যে ফল প্রকাশ করতে হবে। এ ব্যাপারে বর্তমান ভারপ্রাপ্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোফাখখাইরুল ইসলাম খান জনকণ্ঠকে জানান, উপরোক্ত পরীক্ষা অর্ডিন্যান্স সংশ্লিষ্ট কেউ অনুসরণ করছেন না। ফলে জট নিয়ন্ত্রণে আসছে না। তাঁর মতে, উক্ত অর্ডিন্যান্স অনুসরণ করলে বছর দু'-এক-এর মধ্যেই জট নিয়ন্ত্রণে আসবে। তবে বাংলা বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক আনোয়ারুল আজিমের মতে রাজনীতি, অনির্ধারিত বন্ধ ও পদ্ধতিগত জটিলতা সেশনজটের মূল কারণ। শিক্ষাঙ্গনকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখতে না পারলে ক্যালেন্ডার দিয়ে নিয়ন্ত্রণে আনা অসম্ভব বলে তাঁর বিশ্বাস।